Bengali 55
45432.(8)

SHABETREE-SHUTTOBAN

GEETABHINOY.

BY

TIN CURRY GHOSAUL.

সাবিত্রী সত্যবান

গীতাভিনয়

শ্রী তিনকড়ি ঘোষাল

প্রণীত।

কলিকাতা

সন ১২৭৩ সাল।

Calcutta,

1866.

মূল্য ।৵০ আনা।] [*Price 6 Annas.*

MUSEUM.
LIBRARY.
FROM THE
COLLECTION OF INDIAN
PUBLICATIONS
SENT TO
THE PARIS EXHIBITION OF 1867.
GIVEN BY
THE COMMISSIONERS FOR INDIA.

সাবিত্রী সত্যবান।

গীতাভিনয়।

শ্রীতিনকড়ি ঘোষাল।

প্রণীত

কলিকাতা

এঙ্গ্লো পার্শীএন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৩ সাল।

CALCUTTA.

1866.

ATTUOJAO

বিজ্ঞাপন।

আজ কাল আমাদের দেশে সখের যাত্রার শ্রীবৃদ্ধি দেখে আমিও এই সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয় প্রকাশ করলেম। এর দ্বারা যে সখের যাত্রার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হবে সে আশা করিনে। তবে ফি হাত গান ধরবার পূর্ব্বে "প্রিয়সখি প্রকাশ করে বল। হাঁ সখি তবে শ্রবণ কর।" আর কথা কাটাবার সময় সুরের সহিত বিদ্যা সাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস পাঠ করা, রাজার গানের সময় রাণী ও মন্ত্রিদিগকে বরাত দেওয়া, আপাতক এই কটা দোষ সংশোধন হলেই যথেষ্ট হবে।

সে যাহক এখন পতিপ্রাণা সাবিত্রীকে সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকটে সমর্পণ করলেম, তাঁরা এর প্রতি অনুকূল নয়নে চাইলেই চরিতার্থ হব।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বিকার করছি যে আমার পরম সুহৃদবর শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন কর্ম্মকার গান ও রচনা বিষয়ে বিস্তর সাহার্য্য করেছেন।

শ্রীতিন কড়ি ঘোষাল।

গীতাভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ।

রাজা	সাবিত্রীর পিতা।
মন্ত্রি	
নারদ	দেবঋষি।
সত্যবান	দ্যুমৎ সেন রাজার পুত্র।
শ্বেতকেতু	সত্যবানের সখা।
ধর্ম্মরাজ	মৃত্যুপতি।
দেবী	সাবিত্রীর মাতা।
মদনিকা	দেবীর পরিচারিনী।
রাণী	সত্যবানের মাতা।
সাবিত্রী	রাজ পুত্রী।
তরলিকা, হেমলতা	সাবিত্রীর সখী।

নট নটী ইত্যাদি।

সাবিত্রী-সত্যবান।

গীতাভিনয়।

পারিপার্শ্বিক।

রাগিণী ভূপালি। তাল চৌতাল।

বিপিন বিহারী।
গোপীজন মন বিমোহিত কারী ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম শাম, মরি কি সুন্দর ঠাম,
নিরখি লজ্জিত কাম, মুনিমনোহারী ॥

(নটের প্রবেশ)

নট।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঢিমেতেতালা।

কোথা সুরদেবি অমৃত নয়নে।
কৃপাদৃষ্টে চেয়ে দেখ এ অধিন জনে ॥
সঙ্গীত-কুসুম কানন অতি সুন্দর,
কত ফুল বিকশিত তাহে।
সে ফুল তুলিয়ে, ভাবেতে গলিয়ে,
সমর্পিব তব শ্রীচরণে ॥

(চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) আহা আজ আমার কি সৌভাগ্য! এমন সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কি মনমোহন সভাই হয়েছে। আহা! দেশের সমুদয় সম্ভ্রান্ত লোক একত্র হয়েছেন। তা ভালই হয়েছে, শকুন্তলা রত্নাবলীর গীতাভিনয় হয়েগেছে; তবে সাবিত্রী সত্যবান কেন বাকি থাকে? এই সময় প্রিয়েকে ডেকে সাবিত্রী সত্যবানের গীতাভিনয় করাযাক। সেই ভাল তাই ডাকি, প্রিয়ে! একবার এদিকে এস।

(নটীর প্রবেশ)

নটী। এই যে নাথ! আমি এসেছি, তবে কি জন্যে ডাকলে বল দেখি?

নট। কি জন্যে ডাকলেম বলি চাতককুল যেমন জল ধরের জল প্রত্যাশায় উর্দ্ধমুখ হয়ে থাকে, সেই রূপ এই সভ্যগণেরা তোমার সুললিত গানের প্রত্যাশায় ব্যগ্র হয়েছেন। তা তুমি এঁদের একটি গান শোনাও

নটী। সেকি নাথ! আমি মেয়ে মানুষ আমি কি গাইতে জানি।

নট। ওই জন্যেইতো বলি ভাল গাইতে পারলেই একটু গুমর হয়, এটি উত্তম গাইয়েদের কুলব্রত হয়েছে নাকি?

নটী। না নাথ! আর তোমার আক্ষেপ করতে হবেনা গাচ্ছি।

রাগিণী কালেংড়া। তাল একতালা।

সরস বসন্তে সখি বাঁচিনে জীবনে।
জ্বর জ্বর কলেবর করেগো মদনে ॥
আমারে রাখি অন্তরে, কান্ত গেল দেশান্তরে,
অন্তর দয় ফুল শরে, সেধন বিহনে।
মনে মনে ভাবি তাই, গৃহে আর কাজনাই,
দেশান্তরী হয়ে যাই, পতি অন্বেষণে ॥

নট। আহা প্রিয়ে! কি সুলোলিত গানই গাইলে, তোমার গান শুনে আমি নিতান্ত প্রীত হয়েছি। ওই দেখ সভ্যগণেরা মুখ ভঙ্গিদ্বারা কি অপার আনন্দ প্রকাশ করছে?

নটী। যাও যাও নাথ! তোমাকে আর আমায় ঠাট্টা করতে হবেনা, এখন আমাকে কিজন্যে ডাক্‌লে বল?

নট। তোমাকে ডেকেছি কেন, আজ আমাদের ভাগ্য ফলে এই সব সম্ভ্রান্ত লোক একত্র হয়েছেন, তা এসনা এই সময় সাবিত্রী-সত্যবানের যাত্রা করাযাক, এও একটা নুতন কাণ্ড।

নটী। না নাথ নুতন কই, এই সেদিন শকুন্তলা ও রত্নাবলীর যাত্রা হয়েগেছে।

নটী। তাহক আমি তা বলছিনে, বিষয়টা নুতন।

নটী। তাইহোক রক্ষা পাই, তবে চল সাজ গোজ কোরে আসিগে।

নট। হাঁ প্রিয়ে চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

মদ্রদেশ।

(রাজপুরীর সম্মুখস্থিত উদ্যানে সাবিত্রী, হেমলতা ও তরলিকার প্রবেশ।)

হেমলতা। প্রিয়সখি! দেখ দেখ বসন্তসময়ে প্রমদোদ্যানের কি রমণীয় শোভাই হয়েছে। বৃক্ষ সকল ফল পুষ্প ভারে কেমন অবনত হয়ে রয়েছে। "মুগ্ধা নায়িকার প্রতি নায়ক যেমন," সেইরূপ মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে মুকুলে দংশন করছে, মলয় বাতাস প্রতি ধ্বনি ছলে কেবল স্বভাবরাজের যশোবর্ণনা করছে আহা সখি বসন্তকাল কি রমনীয়।

সাবি। হাঁ সখি! বসন্তকাল অতি রমণীয়, তা চলনা সরোবর সন্নিহিত শিলাতলে বসে প্রমদোদ্যানের শোভা দেখিগে।

হেম। আচ্ছা রাজকুমারি তা যাই চল। (তরলিকার প্রতি) সখি তরলিকে! চল সরোবরের ধারে যাই

তর। ক্ষতি কি সখি যাই চল।

(সকলের গমন।)

হেম॥ (সরোবরের সন্নিহিত নবমালিকাকে পুষ্পবতী দেখিয়া স্বগত) এই যে এদ্দিনের পর নবমালিকা পুষ্পবতী হয়েছে, আহা! গণক গণনা কোরে বলেছিল যে আগত বসন্তকালে নবমালিকার ফুল ফুটবে, ফুল ফুটলেই রাজনন্দিনী সাবিত্রীর বিয়ে হবে। ফুলতো ফুটেছে, তবে বোধ হচ্ছে প্রিয়সখীর বিবাহ ও নিকট। তা যাই এই সময় প্রিয়সখীকে শুভ সংবাদটা দিইগে।

তর। সখি হেমলতা! তুমি ওখানে কি করছ, প্রিয়সখী সাবিত্রী তোমাকে ডাকছেন।

হেম। হাঁ সখি যাচ্ছি (বেগে আগমন)

সাবি। সখি! তুমি প্রতি দিন একবারকরে নবমালিকাকে সাদরসম্ভাষ করে এস কেন বল দেখি?

হেম। রাজনন্দিনি! নবমালিকা সুবাদে আমার ভগ্নী হয়, বিশেষ আজ পুষ্পবতী হয়েছে।

সাবি। বটে!

হেম। হাঁ সখি! কিন্তু তোমাকে ভাই আজ আমি একটি শুভো সংবাদ দিই।

সাবি। সখি! কি শুভো সংবাদ বলনা শুনি?

হেম। সখি! এমন শুভো সংবাদ কিছু না পেলে কি বলা হয়?

সাবি (ব্যাগ্রভাবে) সখি! অমন কর কেন বলনা তোমাদের আমার অদেয় কি কিছু আছে?

হেম। আচ্ছা সখি তবে বলি,

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জলদ মধ্যমান।

প্রিয়সখি নিকট অতি বিবাহ তোমার।
মনেরো মতন, লয়ে পতিধন,
প্রণয় সলিলে সুখে খেলিবে সাঁতার।
শুন গো রমনীমনি, লয়ে কান্তগুণমণি,
হবে প্রেমধনে ধনি, স্বজনি এবার॥

সাব। আমি তোমার ওসব তামাসার কথা শুন্তে চাইনা

হেম। নানা সখি! আমি তামাসা করছিনা যথার্থই বলছি। আমাদের গণককার গণনা করে বলেছেন, নবমালিকার ফুল ফুটলেই তোমার বিয়ে হবে, তাতো ভাই ফুটেছে।

তর। সখি! একটু চুপ করতো কার যেন পদ শব্দ শোনাযাচ্ছে, বোধকরি দেবী এইদিকে আসছেন।

সাবি। (মাতাকে দেখিয়া) সখি! একটু চুপকর সত্তি সত্তিই মাতা এই দিকেই আসছেন।

(মদনীকার সহিত দেবীর প্রবেশ)

দেবী। বৎসে সাবিত্রি! সখী সঙ্গে প্রমোদবনে খেলা করছ?

সাবি। হাঁ মা খেলা কোচ্চি, মা তোমাকে আজ এতো ব্যস্ত সমস্ত দেখছি কেন?

দেবী। বৎসে সাবিত্রি! তোমার জন্যে।

সাবি। কেন মা আমি তোমাদের কি অপ্রিয় কার্য্য করেছি?

দেবী। বালাই না মা তুমি আমাদের অপ্রিয়কার্য্য করবে কেন, তা নয় তোমার বিয়ের সময় হয়েছে তা উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না তাই সেই জন্যে মহারাজ অনুমতি দিয়েছেন।

সাবি। মা পিতা কি অনুমতি দিয়েছেন?

দেবী। মহারাজ বল্লেন তোমার উপযুক্ত পাত্রতো পাওয়া গেলনা, তা তুমি সখী সঙ্গে স্বয়ং পতি অন্বেষণে গমন কর (সাবিত্রীর লজ্জায় অবস্থিতি) সাবিত্রি! তুমি লজ্জিত হচ্ছ কেন মা! আমি একান্তে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তুমি অনুরূপ পতি লাভ কর।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়খেমটা।

নন্দিনি, লয়ে যাও সঙ্গিণী, পতি অন্বেষণেগো।
বরি অনুরূপ বরে, এস মা ভবনে গো॥
করি এই আশীর্ব্বাদ, পূর্ণ হক মনোসাধ,
আর যেন বিধি বাদ, সাধেনা কুমনে গো।

জনকনন্দিনী সম, লাভ করি প্রিয়তম,
যশোস্বিনী হও বাছা এভব ভবনে গো ॥

(সখী দ্বয়ের প্রতি) হেমলতা তরলিকে! দময়ন্তীর সখীরা দময়ন্তীকে যেমন, অনুরূপ বরের অনুগামিনী করে দিয়ে ছিল, তোমরাও সেই রূপ আমার সাবিত্রীকে অনুরূপ বরের অনুগামিনী করে দাও।

হেম। মা! আমাদের প্রিয় সখী আপনার কুলোলক্ষ্মী তা উনি অনুরূপ বরে পরিনীতা হবেন তার আর কি সন্দেহ আছে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুণ. আমরা প্রিয় সখীকে নিয়ে পতি অন্বেষণে গমন করি।

দেবী। আচ্ছা মা এই রথ প্রস্তুত আছে তবে তোমরা শুভো যাত্রা কর। কিন্তু হেমলতা দেখ মা সাবিত্রী আমার নয়ন পুত্তলিকা তোমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে আমি আশা পথ চেয়ে রইলুম। মদনিকে আয় মা আমরা অন্তপুরে যাই।

মদ। যে আজ্ঞা রাজমহিষি! চলুন।

দেবী। বৎসে সাবিত্রি তবে যাও মা। (সাবিত্রীর অধরচুম্বন)

(মদনীকা সমিভ্যারে দেবীর প্রস্থান)

হেম। প্রিয় সখি সাবিত্রি! তবে আর বিলম্ব করে কায নাই।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল পোস্ত।

তব হৃদয় পিঞ্জরের পাখী আস্তে যাই চল।
মনের সুখে, বিধুমুখে, দুর্গানাম বল ॥
শুন ওগো গুণবতি, পাবে মনমত পতি,
অচল নন্দিনী কাত্যায়ণীর বরে।
মিলাব তোমায় বর নাগরবরে।
লয়ে কান্ত গুণমণি, হবে প্রেমধনে ধনি,
মনোসাধে নিবারিবে মনের অনল ॥

সাবি। সখি হেমলতা! আর ভাই জ্বালিওনা, আমি একে জলে পুড়ে মরছি, তাতে আবার তুমি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছ।

স্তর। রাজ কুমারি! মনের মত পতিপেলে সকল জ্বালা নিবারণ হয়ে যাবে। তা আর বিলম্বে কায নাই চল রথ প্রস্তুত আছে।

সাবি। সখি! তবে তোমরাও আমার সঙ্গে এস।

উভয়ে। হাঁ রাজ কুমারি! চল।

(রথারোহনে সকলের প্রস্থান)

বনান্তরাল।

(সত্যবান ও শ্বেতকেতুর প্রবেশ।)

শ্বেত। সখা সত্যবান! দেখ দেখি বসন্ত সময়ে তপবনের কি মনমোহন শোভা হয়েছে। বৃক্ষ সকল শুষ্ক পত্র পরিত্যাগ করে নবীন পল্লবে কি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করেছে। বৃদ্ধেরা যেন পুনর্ব্বার যৌবন ভূষণে ভূষিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুষ্পের সৌরভে দিক একেবারে আমোদিত করে তুলেছে। মধু লুব্ধ ভ্রমরগণ,মধুলোভে ইতস্তত ভ্রমণ করছে। নবীন মেঘ দেখে ময়ূরেরা স্বভাব ভূষণ পুচ্ছ বিস্তার করে কেমন নৃত্য করছে, ও শোভায় কার মনমোহিত না হয়। কৈ ভাই তুমি যে মৌন হয়েই রইলে কিছুই বলছনা?

সত্য। কি বলব ভাই! আমার কিছুই ভাল লাগছেনা।

শ্বেত। হাঁ ভাই হতে পারে, তুমি রাজাধিরাজনন্দন, শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়ে বনবাসি হয়েছ, তোমার সুকুমার কলেবরে বনবাস ক্লেশ সহ্য হবে কেন। দগ্ধ বিধাতাই এ অনর্থের মূল,কোথায় তুমি রাজপুরে অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করে থাকবে, কোথায় বনবাসী হয়ে কঠিন কুশাসনে শয়ন করছ। কোথায় তুমি নানাবিধ সুস্বাদু সামগ্রী ভোজন করে শরীরের পুষ্টি সাধন করবে, কোথায় বনের ফলমূল ও গিরি

নদীর কষায় জলপান করে শরীরকে জীর্ণ করছ। পূর্ব্বে পদব্রজে কোথাও গমন করতে হলে শ্রমজলে তোমার দুকুল ভেসে যেত; এখন দীন হীনের ন্যায় তপবনের কঠিন মাটিতে অনায়াসেই ভ্রমণ করছ। তা কি করবে ভাই সময়ে সব সহ্য করতে হয়। বিশেষত রাজলক্ষ্মী সর্ব্বদা চঞ্চল, তিনি চিরদিন স্থির ভাবে কাহারো নিকটে থাকেন না। তাবলে তুমি জ্ঞানবান হয়ে এবিষয়ে তোমার অবসন্ন হওয়া উচিত নহে।

সত্য। সখা! আমি ও সব বিষয়ের জন্যে তিল মাত্র দুখ বোধ করছিনা। রাজ্য অপেক্ষা তপোবনে তোমাদের সঙ্গে আছি ভাল।

শ্বেত। তবে কি তোমার জনক জননী, কি আমাদের কুলগুরু সনকঋষি তোমাকে কোন দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেছেন?

সত্য। না সখা তাও নয়।

শ্বেত। তবে কি?

সত্য। সখা কাল রাত্রি অবধি আমার মন কেমন ব্যাকুল হয়েছে কিছুই ভাল লাগছেনা।

শ্বেত। সখা! কি হয়েছে ভাল করেই বলনা?

সত্য।

রাগিণী পরজ বাহার। তাল কাওয়ালি।

কাল নিশি যোগে দেখেছি স্বপন।
শরদ-চন্দ্রমা জিনি ষোড়শী নারী রতন॥

আসি বসি মম পাশে, সুমধুর প্রিয়ভাষে,
বেঁধে গেছে প্রেমফাঁসে,
তারে ভুল্‌বে তবে কেমনে নয়ন।।

সখা! সেই ভুবনমোহিনী আমার নয়নপথবর্ত্তিনী হয়ে অবধি আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে। আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। দগ্ধ মদন অনবরত শর বর্ষণ করে কেবল যাতনাই দিচ্ছে। মনে করি সেই বরবর্ণিনীর মনমোহন রূপ ভুলে যাই, কিন্তু পোড়া মদন কোন ক্রমেই ভুল্‌তে দিচ্ছে না। সখা! ক্ষত্রিয়-দের শাণিত শর নিকর হতেও কুসুম শর কি ক্লেশ-দায়ক?

জগতে কুসুম শব্দ অতি সুকোমল।
শর সহযোগেতে কি হয় হে গরল।।
অথবা স্মরের শরচাপ বিষময়।
সে দোষে দুষিত বুঝি কুসুম নিচয়।।

শ্বেত। (স্বগত) রে দুর্নিবার মদন! তুই যখন এমন শান্তপ্রকৃতি সৎস্বভাবসম্পন্ন রাজনন্দনকে একে-বারে ব্যাকুল করে তুলেছিস, তখন তোর আর অসাধ্য কিছুই নাই। হে মনোভব! তুমি একবার

যার মন মধ্যে প্রবেশ কর, তখন তার হিতাহিত জ্ঞান কিছুই রাখ না। ভগবান মহাদেব কর্ত্তৃক এই অসৎ কর্ম্মের ফল পেয়েও তুমি যখন এই অসৎপথ ত্যাগ কর্‌লে না, তখন তোমার কুসুম বাণকে ধিক, তোমার কুসুম শরচাপকে ধিক, এবং তোমার জীবনকেও ধিক। (প্রকাশে) সখা সত্যবান! তুমি যে পথে যাচ্ছ সে পথ ধর্ম্মারণ্যের উপযুক্ত পথ নয়। বিশেষতঃ তুমি স্বপ্নে একটা কামিনীকে দেখেছ বৈত নয়; তার জন্যে তোমার এত ব্যাকুল হওয়া কি উচিত? লোকে বলে বাতিক বৃদ্ধি হলেই লোক স্বপ্ন দেখে, কিন্তু স্বপ্ন কখন সত্য হয় না। তুমি সামান্য নও, রাজাধি-রাজনন্দন, বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন; তুমি কি জান না যে কামিনীকুল বিশ্বাসঘাতিনী?

রাগিণী ঝিঝিট। তাল পোস্ত।

ওহে গুণময়, নারীর নয়, সরল জীবন।
হৃদয়ে গরল মুখে অমৃত বচন॥
কে কয় রাজনন্দিনী, দশরথের সীমন্তিনী,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতায় দিয়ে বনবাস।
প্রাণপতির প্রাণধন করিল বিনাশ॥
আর দেখ নারীর তরে, শশাঙ্ক মৃগাঙ্ক ধরে,
সুন্দ উপসুন্দর হল জীবন নিধন।

শুন ওহে প্রিয়তম, কামিনী সাপিনী সম,
পুরুষে দংশিতে করে কত ছলনা।
সাবধান রমণীর প্রেমে ভ্রমে ভুল না॥
সাপিনী দংশায় যারে, মন্ত্রে সে বাঁচিতে পারে,
কামিনী সাপিনীর বিষ অসাধ্য সাধন॥

সত্য। সে কি সখা! রমণীই জগতের রমণীয় পদার্থ।

রাগিণী বেহাগ। তাল পোস্ত।

রমণীর সরল পরান।
বিষম মার-বিকারে দেয় প্রাণ দান॥
রমণীর প্রেমানল, দূর হতে দহে কেবল,
হৃদি লগ্ন হবা মাত্র, অমনি নির্ব্বাণ।
মরিলে প্রাণের পতি, সহ মৃতা যায় সতী,
নারীর তরে কে কোথায় দিয়েছে হে প্রাণ॥
প্রাণপতির অপমানে, সতী কি হে বাঁচে প্রাণে,
তার সাক্ষি দক্ষ যজ্ঞে সতীতে প্রমাণ।
ঐহিক সুখের তরে, অতি অনুরাগভরে,
সৃজেছেন রমণী কুলে জগত নিধান॥

সখা! লোচনানন্দদায়িনী কামিনীর স্পর্শ সুখানুভব যে না কর্‌লে তার জীবনই বৃথা। তা যা হোক সেই

সুন্দরী বিনে আমার মন কোন মতেই সুস্থির হচ্ছে না; নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। আঃ! দগ্ধ মদন কি যাতনাই দিচ্ছে!

শ্বেত। (স্বগত) সেই সর্ব্বনাশিনী বই এঁর আর তো কোন উপায় দেখিনে। মায়াবিনী কামিনীরা কি মোহিনী মন্ত্র জানে? কি স্বপনে, কি জাগ্রতাবস্থায় যার প্রতি একবার কটাক্ষ করে, তার দফা একেবারে সেরে দেয় (প্রকাশে) সখা! ধৈর্য্য ধর এত উতলার কর্ম্ম নয়। একটা নারীর তরে এত ব্যাকুল হলে চল্‌বে কেন, মনকে শান্তনা কর।

সত্য। সখা! কি দিয়ে মনেরে শান্তনা করিব,
কিসে নিবারিব নয়ন জল।
বিনোদিনী বিনে বিরহ অনলে,
দহিছে আমার দেহ কেবল॥

তা মনকে কোন মতেই সান্ত্বনা কর্‌তে পাচ্ছি না; অবিরত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেই মনোমোহিনীর প্রণয়পথে ভ্রমণ কর্‌ছে। উঃ! মদনের শরসন্ধান কি ভয়ঙ্কর! তুমিতো ভাই তার বশবর্ত্তী হও নাই, তাই সুখে উপদেশ দিতেছ। কিন্তু আমার মন যে কি রূপ হয়েছে তা আমিই জান্‌ছি, তুমি তার কি জান্‌বে?

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়খেমটা।

সে ধন বিহনে পাপ প্রাণ যায়।
স্বপ্নে দরশন দিয়ে যে মন মজায়॥
যেরূপে মজেছে মন, সেই রূপ অনুক্ষণ,
আমার পোড়া নয়ন, দেখিবারে চায়।
ফুলবান হানে বান, দহে প্রাণ সে জ্বালায়।
আমার মনের বেদন কব কায়॥

শ্বেত। সখা সত্যবান! একটু চুপ করতো, ওই উত্তর দিক্ থেকে যেন একটা অপরিস্ফুট শব্দ আস্‌ছে না?

সত্য। (আকাশে কর্ণ প্রদান) হাঁ সখা! যেন একটি কামিনীর রোদনশব্দ বোধ হচ্ছে।

শ্বেত। হাঁ রাজকুমার! আমারো তাই বোধ হচ্ছে, যেন অতি নিকটে। তা চল আমরা ওই বৃক্ষের অন্তরাল থেকে লুকিয়ে দেখিগে।

সত্য। আচ্ছা সখা চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তপোবন।

(সখী সঙ্গে সাবিত্রীর প্রবেশ।)

সাবি। (সরোদনে) সখি হেমলতা! এ পাপ প্রাণে আর প্রয়োজন নাই। তুমি সত্বরে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে দাও, আমি তাতে জীবন দান করে যন্ত্রনা ও লোকলজ্জার এক শেষ করি।

হেম। (ব্যাগ্রভাবে) কেন কেন রাজকুমারি! তোমার এমন কি যন্ত্রনা ও লোক লজ্জা উপস্থিত হয়েছে যে, তার জন্যে প্রিয়তম প্রাণধন ত্যাগ কর্‌বে?

সাবি। সখি! আমার মতন হতভাগিনী ও জন্ম-দুঃখিনী এ জগতে আর কি কেউ আছে? দেখ, পিতা আমাকে সৎপাত্রে দান কর্‌বেন বলে, কত জনপদে পাত্র অন্বেষণ কর্‌ছেন; আমিও লোকলজ্জা ত্যাগ করে পতি অন্বেষণ করে কত দেশ ভ্রমণ কর্‌লেম, কিন্তু কোথাও মনোমত পতি পেলেম না। এখন কোন মুখে আমি বাড়ী ফিরে যাব? তা আমি পার্‌ব না। তুমিই আমার প্রিয়সখী এই সময় অগ্নিকুণ্ড করে দিয়ে আমার প্রিয়কার্য্য কর। আমি এ প্রাণ আর কোন মতেই রাখ্‌ব না।

হেম। সে কি রাজকুমারি! এও কি কখন হতে পারে? মনের মত পতি পেলে না বলে প্রাণ ত্যাগ কর্‌লে লোকে কি বলবে? তুমি রাজকুললক্ষ্মী হয়ে কি চন্দ্রবংশে কলঙ্ক রাখ্‌বে? ছিছি রাজকুমারি, তুমি

এ দুষ্প্রবৃত্তিকে দূর করে দাও। শান্ত হও, আর রোদন করো না, তোমার রোদন দেখে আমাদের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়খেমটা।

প্রিয় সখি! আর করো না রোদন।
পাষাণ বিদীর্ণ হয় হেরি তব বিরষ বদন॥
ধৈর্য্যধর গুণবতি, হওনা ব্যাকুল মতি,
কৃপা করি ভগবতী, দেবেন পতি মনের মতন॥
অনুকূল হলে বিধি, ঘরে বসে পাবে নিধি,
আছে যা বিধির বিধি, বল কে কর্‌বে খণ্ডন॥

তা রাজকুমারি চল আমরা রাজধানীতে যাই, এ-খানে থেকে আর কায নাই।

সাবি। সখি! তুমি আমাকে আর বাধা দিও না, আমি এ পাপ প্রাণ আর কখনই রাখ্‌ব না। তুমি আ-মাকে রাজধানীতে যেতে বলছো, আমি রাজধানীতে গিয়ে কেমন করে মুখ দেখাব? যখন মা আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, বৎসে সাবিত্রি! তুমি কি মনের মত পতিধন লাভ করেছ? তখন কি লজ্জায় আমি আর মুখ দেখাতে পার্‌ব? তা সখি! শীঘ্র অগ্নি-কুণ্ড করে দেও, আমি পাপ প্রাণ ত্যাগ করি।

হেম। (সরোদনে) রাজকুমারি! আমাদের দেহে প্রাণ থাক্‌তে তো পারব না। ভাল্ বল দেখি, রাজ-দম্পতীর তুমিই এক মাত্র সন্ততি। আস্‌বার সময় দেবী তোমাকে আমার হাতে হাতে সোঁপে দিয়েছেন, তা তোমাকে আমি অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়ে কেমন করে রাজধানীতে ফিরে যাব? তা চল, বরং তিন জনেই পুড়ে মরি। (রোদন)

(বৃক্ষান্তরালে।)

সত্য। সখা! স্বপ্নে যে কামিনীকে দেখেছিলেম, ওই-টীই সেই কন্যা?

শ্বেত। সে কি রাজকুমার! তুমি কেমন করে জান্‌তে পারলে।

সত্য। সখা! কেন না জান্‌তে পারব! ওই রূপবতী আমার নয়ন-পথ থেকে অন্তর হয়েছে। কিন্তু ওঁর মনোহর মূর্ত্তি তো আমার অন্তর থেকে অন্তর হতে পারে নাই।

শ্বেত। বটে! তবে ভালই হয়েছে, আরো খানিক লুকিয়ে দেখা যাক কাণ্ডটাই কি।

সাবি। সখি! আমার সঙ্গে তোমরা কেন পুড়ে মর্‌বে? তা কি কখন হতে পারে? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই কর্‌বো (সম্মুখে এক গাছা লতা দেখিয়া হস্তে ধারণ পূর্ব্বক) সখি! আর তোমাদের ক্লেশ করে অগ্নিকুণ্ড কর্‌তে হবে না। জগদীশ্বর দয়া করে এক গাছা লতা মিলিয়ে দিয়েছেন। এই লতাপাশ গলায় দিয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করি। কিন্তু সখি! আমার মাকে একটী কথা বলো।

রাগিনী কালেংড়া। তাল একতালা।

বোলো গো সজনি আমার জননী সদনে।
রাখিতে যতনে সদা, হৃদে যে রতনে॥
না পেয়ে পতি মনমতন, তব সে প্রাণের রতন,
গেছেন ত্যজি জীবন ধন, শমন ভবনে॥

সখি! তোমরা আর বিলম্ব করো না, দেশে ফিরে যাও। (সরোদনে) এস ভাই জন্মের মত তোমাদের সঙ্গে একবার আমি আলিঙ্গন করি। (সখী দ্বয়কে ধারণ)

হেম। (রোদনবদনে) রাজকুমারি! ক্ষমা কর, চল দেশে ফিরে যাই, লতা গাছটা দূরে ফেলে দেও। আমাদের আর কেউ নাই, তুমি একমাত্র সহায়। তোমার অভাবে আমরা কার কাছে দাঁড়াব? আর কারই বা শরণাপন্ন হব? (স্বগত) হা দেবি! তুমি রাজপুরে নিশ্চিন্ত রয়েছ, জান্‌তে পাচ্ছ না যে, তপো-

বনে তোমার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে ! হা নির্দ্দয় কাল ! তুই কোন প্রাণে অকালেএই শরদের পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করে জগত একেবারে অন্ধকার কর্‌তে চাচ্ছিস ? তোর কি একটুকু দয়া হয় না ? আর দয়াই বা কেন হবে ! বিধাতা এই কর্ম্মেই তোকে নিযুক্ত করেছেন। (প্রকাশে) রাজকুমারি ! আর আমাদের কেন কাঁদাও ? চল দেশে ফিরে যাই।

সাবি। সখি ! আমাকে আর বাধা দিও না, আমার প্রাণ ত্যাগ কর্‌বার উত্তম সময় হয়েছে। (বলিয়া লতাপাশ কণ্ঠে প্রদান।)

হেম। (সরোদনে উচ্চৈঃস্বরে) ওগো সর্ব্বনাশ হলো ! ঋষিগণ ! তোমরা শীঘ্রি এসো রাজকুমারী সাবিত্রী বুঝি মলো ! তরলিকে, তরলিকে ! ধর, ধর !—

(উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

সত্য। (সখার সহিত বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে) ভয় নাই, ভয় নাই ! এই আমি এসেছি, বেগে আগমন করিয়া সাবিত্রীর কণ্ঠদেশ হইতে লতাপাশ উন্মোচন পূর্ব্বক ! সুন্দরি ! কেন কেন ! অকারণে প্রিয়তম প্রাণধন ত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হয়েছ। (সখীদের প্রতি) সখি। ইনি কে, আর কি জন্যেই বা প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন ?

হেম। মহাশয়! ইনি আমাদের প্রিয়সখী, মদ্রদেশাধিপতি মহারাজ অশ্বপতির কন্যা, এঁর নাম সাবিত্রী।

সত্য। বটে, তা উনি প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়েছেন কেন?

হেম। ইনি ——

সাবি। (ইষদ্ কোপদৃষ্টে হেমলতার প্রতি জনান্তিকে) কি ও সখি! তুমি তো মন্দ নও, এসব কথা কি বল্‌তে আছে।

হেম। সে কি রাজনন্দিনি! ইনি আমাদের পরম উপকারি। তা ইনি ঐ সব কথা জান্‌তে ইচ্ছা কচ্ছেন না বল্যে কি ভাল হয় (সত্যবানের প্রতি) মহাশয় তবে শুনুন;

সত্য। হাঁ সখি বল।

হেম। মহারাজ অশ্বপতি, আমাদের প্রিয়সখী সাবিত্রীকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ কর্‌বেন বলে ক্রমাগত দুই বৎসর নানা জনপদে পাত্র অন্বেষণ কল্লেন, কিন্তু কোথাও সৎপাত্র পাওয়া গেল না।

সত্য। কি! কোথাও সৎপাত্র পেলেন না; তার পর।

হেম। তার পর উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে মহারাজ বল্লেন বৎসে সাবিত্রি! তবে তুমি স্বয়ং পতি অন্বেষণে গমন কর। তাই আমরা ওঁর পতি অন্বেষণে এসেছি।

সত্য। ভাল, পতি অন্বেষণে এসেছ তা প্রাণত্যাগ করবার কারণ কি,?

হেম। মহাশয়! দুঃখের কথা কি বল্‌বো, আমরাও রাজনন্দিনী সাবিত্রীকে নিয়ে নানা দেশ ভ্রমণ কর্‌লেম, কিন্তু ওঁর মনোমত পতি পাওয়া গেলো না। তা সেই দুঃখে রাজকুমারী প্রাণত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন।

সত্য। (হাস্যমুখে) এই জন্যে?

হেম। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়।

সাবি। (সত্যবানের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এই যে এঁকে দেখে আবার বাঁচতে ইচ্ছা হচ্ছে; আর যে মর্‌তে মন চায় না। কি আশ্চার্য্য! তা বাঁচতে ইচ্ছা না হবেই কেন, আমি উপযুক্ত পতি পেলেম না বলেই মর্‌তে চাচ্ছিলেম তা তো ভাগ্যক্রমে সম্মুখেই উপস্থিত। তবে আর বাঁচতে সাধ হবে না কেন? সে যাহক হটাৎ মনটা এমন ব্যাকুল হলো কেন? কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, এখন যুবরাজের পরিচয়টা একবার পেলে হয়।

হেম। মহাশয়! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যদি বলেন কিন্তু জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস হচ্ছে না।

সত্য। কেন সখি! সাহস হবে না কেন? এখন আমি তোমাদের নিতান্ত অনুগত হলেম; বিশেষ রাজনন্দিনীর কি জিজ্ঞাসা করবে বল না।

হেম। (সলজ্জায়) না মহাশয়! এমন কিছু নয়, বলি আপনি জন্ম লয়ে কোন কুল উজ্জল করেছেন?

শ্বেত। সখি! ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র, এঁর নাম সত্যবান।

হেম। বটে, তবে এত আমাদের করোণীয় ঘর, আমাদের রাজকুমারীরো চন্দ্রবংশে জন্ম। (সত্যবানের প্রতি) যুবরাজ! আমাদের প্রিয়সখী সাবিত্রীকে কি আপনার মনোনিত হয়?

সত্য। (স্বগত) "পাগ্‌লা ভাত খাবি না হাত ধোব কোথা" (প্রকাশে) সখি! এতে আবার আমার মনোনীত কি? তোমার প্রিয়সখী সাবিত্রীর মনোনিত হলেই হয়। তাকি হবে?

হেম। যুবরাজ! আপনি একটু স্থির হন, প্রিয় সখীকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

(নেপথ্যে)

ওগো শ্বেতকেতু! কুলগুরু সনক ঋষি আপনাকে একবার ডাক্‌ছেন, শীঘ্রকরে আসুন।

শ্বেত। সখা! ওই শোন বিজয় কেতু আমাকে ডাক্‌ছে, আমি এক্‌বার শুনে আসি, তুমি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কও।

সত্য। আচ্ছা সখা যাও কিন্তু ত্বরায় এসো।

শ্বেত। আমি এলেম বলে।

(শ্বেত কেতুর প্রস্থান)

হেম। রাজনন্দিনি সাবিত্রি! একটা কথা বল্‌ব রাগ করবে না তো ভাই?

সাবি। সখি! তোমাদের উপর কি আমার রাগ আছে কি বল্‌বে বলনা?

হেম।——

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জলদ মধ্যমান।

চাও নরেশ-নন্দিনি তুলি ও চাঁদ বয়ান।
তবমন মতন, প্রাণের প্রিয়জন,
মিলায়ে দিলেন বুঝি, জগত নিধান॥
যদি গো নাগর বরে, সখি তব মনে ধরে,
তবে ওই মনোহরে, মন কর দান॥

রাজনন্দিনি! চন্দ্রবদন তুলে একবার চেয়ে দেখ রূপের ছটায় তপোবন একবারে আলো হয়েছে।

সাবি। (ঈষদ্‌কোপে) যাও যাও সখি! আমি তোমার ওসব কথা শুন্‌তে চাই না।

তর। না না সখি! তোমার ওসব কথা শুনে কায নেই চল এখন অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হয়েছে।

হেম। রাজকুমারি! তুমি অমূল্যধন পেয়ে হারাচ্ছ; তা ভাই সেটি তোমার মন। তবে এখানে থেকে

আর ফল কি চল গৃহে যাই।

সাবি। (স্বগত) শূন্য দেহ নিয়ে গৃহে কি কোরেই বা যাই? (সত্যবানের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া) আহা! কি মনমোহন রূপ এমন রূপতো কখন দেখি নি। বোধ করি স্বয়ং স্মররাজ পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেছেন। যাহক বোধ করি আমার মনের ভাব সখীরে টের পেয়েছে, তাতেই এত ঠাট্টা কর্‌ছে। (অধোবদন)

হেম। (সাবিত্রীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া) রাজ নন্দিনি! তবে শুভো কর্ম্মে আর বিলম্ব করে কায কি? এখন যুবরাজকে ডেকে শুভো কর্ম্ম সম্পন্ন কর্‌লে হয় না?

সাবি। (কৃত্রিম কোপ বশতঃ) যাও যাও সখি! মিছে বকো না।

হেম। (সাবিত্রীর কথা না শুনিয়া) যুবরাজ অনুগ্রহ করে একবার এই দিকে আসুন।

সত্য। হাঁ সখি! যাচ্ছি। (আগমন) সখি! এইতো এলেম, কিন্তু তোমাদের প্রিয়সখীর বদন সুধাকর বসন রূপ মেঘে ঢাকা রইলো, তবে এ তৃষিত চাতকের প্রাণ বাঁচে কৈ?

হেম। যুবরাজ! তবে এই সময় আপনি মলয় পবনকে শরণ করুন, ততক্ষণ আমরা গোটাকত ফুল তুলে

আনি গে। (গমন)

সাবি। (উচ্চৈস্বরে) সখি! তোমরা দাঁড়াও আমিও যাব, আমাকে তোমরা এক্‌লা বনে কেমন করে রেখে যাচ্ছ?

হেম। সখি! তোমাকে আমরা এক্‌লা কেন রেখে যাব? যুবরাজের কাছে রেখে যাচ্ছি, উনিই তোমার তত্ত্বাবধারণ করবেন; আমরা এলেম বলে।

(সখীদ্বয়ের প্রস্থান)

সত্য। সুন্দরি! আর কেন লজ্জিত হচ্ছ? প্রফুল্ল নয়নে একবার দৃষ্টিপাত কর। আমি তোমার নিতান্ত অনুগত।

সাবি। সখা! (লজ্জিতভাবে) না, না যুবরাজ! "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ" পুরুষেরা প্রথমত এইরূপ মিষ্টকথা কয়ে কামিনী কুলের মন ভুলিয়ে থাকে। কিন্তু শেষ রাখ্‌তে পারে না।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল পোস্ত।

পুরুষের মন কঠিন কে না জানে রসরায় হে।
ছলে বলে সুকৌশলে অবলা মজায় হে॥

আগে কত প্রেমভরে, কামিনীর মনহরে,
বিরহ সাগরে পরে, ডুবায়ে পলায় হে ॥
দেখ ব্রজের শামরায়, মজাইয়ে শ্রীরাধায়,
মজিলেন কুবুজায়, গিয়ে মথুরায় হে ॥
আর দেখ সীতাসতী, পঞ্চমাস গর্ব্ভবতী,
তারে রাম রঘুপতি, কাননে পাঠায় হে ॥

সত্য। প্রিয়ে ও কথা তুমি মুখে এনো না ওটি তোমার ভ্রম, এই জগতে নানা প্রকার স্ত্রী পুরুষ আছে কিন্তু সকলের মন সমান নয়। এক্‌টা দাসীর কুমন্ত্রণায় কেকয়-রাজনন্দিনী, রামকে বনে দিয়ে পতির প্রাণ ঘাতিনী হয়েছেন বলে কি জগতের সমুদায় কামিনী কুল সেই দোষে দুষিত হতে পারে? রাম পঞ্চমাস গর্ব্ভবতী সীতাকে বনবাস দিয়ে ছিলেন বলে কি সকল পুরুষেরা দোষি হবে? তা কখোনই হতে পারে না। কিন্তু প্রিয়ে! আমি তোমার নিতান্ত অনুগত ও শরণাপন্ন হলেম।

সাবি। সেকি নাথ! আপনি দাসীকে ও কথা বল্‌বেন না আমি আজ পর্য্যন্ত আপনার শ্রীচরণের দাসী হলেম।

সত্য। (সাবিত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয়ে আজ

আমি চরিতার্থ হলেম, আজ আমার জন্ম সার্থক হলো। তবে বিলম্বে আর আবশ্যক কি শুভো কর্ম্ম শীঘ্রই সম্পন্ন হলে ভাল হয় না?

সাবি। (হাস্য মুখে) সখা! শুভো কর্ম্ম টা কি ভাল বুঝ্‌তে পারলেম্ না।

সত্য। না তা নয় এই মাল্য দান্‌টা।

সাবি। নাথ! প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন আপনাকেতো সকলি সমর্পণ করেছি, তা মাল্য দানের আর অপেক্ষাই বা কি?

সত্য। প্রিয়ে! আমারো ইচ্ছা যে শুভোকর্ম্ম শীঘ্র হলেই ভাল হয়।

সাবি। আচ্ছানাথ! (সলজ্জায় মাল্য প্রদান)

সত্য। (সাবিত্রীর গলদেশে মাল্য প্রদান করিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে আজ অবধি আমরা নব বিবাহ সুত্রে বদ্ধ হলেম। ঈশ্বরের নিকটে একান্ত মনে প্রার্থনা করি যেন এই রূপ নিরমল প্রেম চিরকাল আমাদের হৃদয় মন্দিরে স্থান পায়।

(পুষ্প হস্তে হেমলতা ও তরলিকার প্রবেশ)

হেম। সখি তরলিকে! এই যে রাজনন্দিনী কায শুচিয়ে বসে আছেন, মাল্য বদল পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। ভাল ভাল আমাদের আর বড় ক্লেশ পেতে হলো না।

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল জৎ।

সই এত দিনে মন দুঃখ মিটিল।
কামিনীর মনোমত প্রাণকান্ত মিলিল ॥
রাজবালা রূপে রতি, যুবরাজ রতি পতি,
শোভা হেরি রতি পতি, পদতলে পড়িল ॥
বিধি হয়ে অনুকুল, অকূলে দিলেন কূল,
সখীর বিয়ের ফুল, আজি ফুটিল।
পেয়ে ওই মনোহরে, প্রেমময় সরোবরে,
কামিনীর মানস পদ্ম, প্রেমভরে ভাসিল ॥

(সাবিত্রীর প্রতি) রাজনন্দিনি! মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হলো, তা এখন রাজধানিতে যাবে না এই তপোবনেতে থাকবে?

সাবি (স্বগত) স্ত্রীলোকের পতির নিকটেই তো থাকা উচিত। তবে কিনা একবার জনক জননী কে জানান কর্ত্তব্য। (প্রকাশে) সেকি সখি! রাজধানীতে যেতে হবে বৈ কি! মা আমার আসাপথ চেয়ে রয়েছেন।

হেম। তবে যুবরাজের নিকটে বিদায় নেও, ওই দেখ সূর্য্যদেব ক্রমে অস্তাচলে চল্লেন, আর তো ভাই

এখানে থাকা ভাল হয় না?

সাবি। (সত্যবানের প্রতি) সখা! অধিনীকে আজ বিদায় দেও।

সত্য। সেকি প্রিয়ে! এও কি কখন হতে পারে।

রাগিণী বসন্ত বাহার। তাল মধ্যমান।

একান্ত হে প্রিয়ে যদি করিবে গমন হে।
তবে কি লাগিয়ে প্রেম পাশে, করিলে বন্ধন হে॥
এত যদি ছিল মনে, তবে বল কি কারণে,
হরিলে মনোরতনে, ক্ষণেক মিলনে হে।
কেবল প্রেমবৃক্ষে করিলাম কি সলিল সেচন হে॥

প্রিয়ে! যদি একান্তই যাবে তবে কেন প্রণয় ডোরে বাঁধ্‌লে?

সাবি। কি কর্‌ব নাথ! আমি নিতান্ত পরাধিনী আমি বোধ করি বড় অধিক কাল আমাদের আর বিরহ যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে হবেনা। অতি সত্বরে পুনর্ব্বার মিলন হবে। (সখীদ্বয়ের প্রতি) সখি! তবে তোমরা এসো ওই দেখ ভগবান সুর্য্যদেব অস্তাচলে চলেন।

তর। হাঁ রাজ নন্দিনি! চল।

(সকলের প্রস্থান)

মদ্রদেশ রাজসভা।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আঃ বাঁচা গেল! সুকুমারী সাবিত্রীর বিবাহের জন্য যে এক্‌টা ভাব্‌না ছিল সেটা আজ অন্তর থেকে একেবারে অন্তর্হিত হলো। যাহোক একটা ভাবনাও হচ্ছে, শুনেছি রাজা দ্যুমৎসেন নাকি রাজ্যচ্যুত হয়ে বনবাসি হয়েছেন। তা কেমন কোরেই বা বনবাসীর সঙ্গে স্বর্ণলতা সাবিত্রীর বিয়ে দিই, সুকুমারী কুমারী কি বনবাস ক্লেশ সহ্য কর্‌তে পার্‌বে? যাহক বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করে কার সাধ্য? (মন্ত্রীকে দেখিয়া প্রকাশে) মন্ত্রী তুমি কি বল? তবে রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ সম্পন্ন করা যাক! কিন্তু তারা বনোবাসি হয়েছেন, এই একটা দোষ।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমাদের রাজকুলোলক্ষ্মী সাবিত্রীর যদি সত্যবানকেই মনোনীত হয়ে থাকে, তাহলে আর দোষ কি, আমি বোধ করি এ সংযোগ যেন মণি কাঞ্চন যোগের ন্যায় হবে।

রাজা। যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। মন্ত্রী দেখ দেখি

দেবঋষি নারদ বুঝি আস্‌ছেন ওই যে বীনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তুমি সত্বরে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস।

মন্ত্রী। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

(নারদের প্রবেশ)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

রাস রসিক রাজনবর নাগর গিরিধারী।
কেশি মথন, গোপীজন, হৃদয় গগন চারী॥
পীত বসন, কমল নয়ন, মনুজ কলুষ হারী।
কংস নিধন, নারায়ণ, দৈত্য বিনাশ কারি॥

রাজা। (নারদকে দেখিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হোক! আস্‌তে আজ্ঞা হোক! দেবঋষির শুভোআগমনে, আজ আমি পবিত্র হলেম, আমার জন্ম সার্থক হলো।

নার। মহারাজের জয় হোক, মহারাজের সর্ব্বাঙ্গিক মঙ্গলত?

রাজা। আজ্ঞা হাঁ আপনার চরণ কৃপায় সমুদায় মঙ্গল।

নার। ভাল ভাল! মহারাজ আমি ত্রিলোক ভ্রমণ করে থাকি, কিন্তু আপনার তুল্য সৎস্বভাব সম্পন্ন মহাত্মা কুত্রাপি নয়ন পথে পতিত হয় না। আমি একান্ত মনে বল্‌ছি জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুণ।

রাজা। দেবঋষির আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য।

নার। মহারাজ আপনার গুণবতী সাবিত্রী পরিনয় যোগ্যা হয়েছেন। তা কোন নৃপনন্দনকে দান কর্‌তে মানস করেছেন।

রাজা। ঋষিরাজ? আমার কুলোলক্ষ্মী সাবিত্রী নিজেই সে বিষয় স্থির করেছে। সে জন্য আমাকে বড় ক্লেশ পেতে হয়নি। দেখুন ঋষিরাজ যে কন্যার চিরসৌভাগ্যের জন্যে, জনক জননী বিবিধ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক সৎ-পাত্র অন্বেষণ করে। কিন্তু সেই কন্যা যদি স্বয়ং মনোমত পতিতে অনুরতা হয় তাহলে এর পর আর সৌভাগ্য কি আছে?

নার। মহারাজ! আপনার কুলোলক্ষ্মী সাবিত্রী কোন নৃপ নন্দনকে মনস্থ করেছেন।

রাজা। মহাশয়! সূর্য্য বংশীয় মহারাজ দ্যুমৎসেনের পুত্র

সত্যবানকে।

নার। কি বল্‌লেন! দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে? (অধোবদন)

রাজা। সে কি মহাশয়! আপনি যে একবারে অধোবদন হলেন? বোধ হচ্ছে এ বিষয়ে এক্‌টা কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে।

নার। না এমন কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই, তবে কি না আপনার একবার অনুসন্ধান করা উচিত ছিল।

রাজা। আপনি যে এ কথা বল্‌বেন তা আমি পূর্ব্বেই বিবেচনা করেছিলেম, যে রাজা দ্যুমৎসেন রাজ্যচ্যুত হয়ে বনবাসি হয়েছে, তাঁর পুত্রের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ দিলে অকলঙ্ক চন্দ্রবংশের কলঙ্ক হবে। তা কি কোরি প্রাণাধিকা কুমারীর মতে মত দিতে হয়েছে।

নার। (হাস্যমুখে) হুঁ এ দোষ তো দোষের মধ্যেই নয়, স্বয়ং লক্ষ্মী সাবিত্রী যখন তাঁর পুত্রবধূ হচ্ছেন তখন তিনি যে পুনর্ব্বার রাজ্যসম্পদ প্রাপ্ত হবেন, এ কথা বলা বাহুল্য।

রাজা। ভগবন! এমন কি দোষ আছে যে সত্যবানকে সাবিত্রী সমর্পণ করা যায় না? অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই বিষয়টী প্রকাশ করে আমার মনের উদ্বেগ দূর করুণ।

মার। মহারাজ! তবে শুনুন, রাজনন্দন সত্যবান, আজ অবধি এক বৎসরকাল এই ধরাধামে জীবিত থাক্‌বেন। এক বৎসর পূর্ণ হলেই তাঁকে অকালে কালক বলে পতিত হতে হবে। অতএব গুণবতী সাবিত্রীকে অন্য কোন সৎপাত্রে সমর্পণ করুন।

রাজা। (সবিষাদে) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! কি প্রমাদ! ভগবণ্! আপনি যে এ চন্দ্রবংশের পরম শুভানুধ্যায়ি, তা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হলো। আপনার অনুগ্রহে এবং চরণ প্রসাদে আমি ভাবি বিপদ থেকে আজ পরিত্রাণ পেলেম। আপনি যদি অনুগ্রহ করে না আস্‌তেন্, তাহলে আমাকে প্রাণাধিক দুহিতার নিদারুণ চির বৈধব্য যন্ত্রণা দেখ্‌তে হতো। (মন্ত্রিব প্রতি) মন্ত্রি! রাজ্ঞীকে এক বার এস্থানে আস্‌তে বলতো?

মন্ত্রি। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(মন্ত্রির প্রস্থান)

রাজা। ভগবণ্! আপনি আজ যে চন্দ্রবংশের কি পর্য্যন্ত উপকার করলেন তা আর আমি কি বল্‌ব, আপনি এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ নাকর্‌লে এই পর্য্যন্তই চন্দ্র বংসের শেষ হতো।

(মদনীকার সহিত দেবীর প্রবেশ)

দেবী। (নারদ দেখিয়া) ভগবণ্ প্রণাম করি। (প্রণাম)

নার। শ্রীমতীর মঙ্গল হউক।

রাজা। এস এস প্রিয়ে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

দেবী। এই যে নাথ! আমি এলেম আপনি আমাকে কি জন্যে ডেকেছেন?

রাজা। প্রিয়ে সর্ব্বনাশ উপস্থিত কুমার-সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ দেওয়া হবেনা।

দেবী। কেন নাথ! কি হয়েছে কাণ্ডটাই কি?

রাজা। প্রিয়ে সে হৃদয় বিদীর্ণকারী কথা আমি বল্‌তে পারবনা দেবঋষির কাছে শোন।

দেবী। (ব্যগ্রভাবে) ভগবণ্! অনুগ্রহ করে বলুন না, কাণ্ডটাই কি?

নার। দেবি! বল্‌ব আর কি, কুমার সত্যবান, আর এক বৎসর পরেই কালের করাল কবলে পতিত হবেন। সুতরাং সত্যবানকে সাবিত্রী কেমন করে সমর্পণ করা যায়?

দেবী। (সবিষাদে) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ভগবণ্! ভাগ্যে আপনি আগে সাবধান করে দিলেন? নতুবা স্বর্ণলতা সাবিত্রীকে চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হতো?

(হেমলতার সহিত সাবিত্রীর প্রবেশ)

দেবী। এই যে আমার সাবিত্রী এইদিকেই আস্‌ছে তা ভালই হয়েছে।

সাবি। (নারদকে দেখিয়া) ভগবন্! প্রণাম করি। (প্রণাম)

নার। বৎসে সাবিত্রি! চিরজীবিনী হও?

দেবী। বৎসে সাবিত্রি! তোমাকে একটী কথা বল্‌ব কিন্তু আমার সে কথাটি রাখ্‌তে হবে?

সাবি। কি কথা মা! বলনা?

দেবী। বৎসে! কুমার সত্যবানের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়া হবেনা?

সাবি। (লজ্জিত ভাবে) কেন মা! কি হয়েছে বলনা?

দেবী। বৎসে সাবিত্রী! ভগবান দেবঋষি বল্লেন কুমার সত্যবানের আর একবৎসর বই পরমায়ু নাই। অতএব তুমি অন্য কোন রাজনন্দনকে মনোনিত কর?

সাবি। (সবিষাদে) মা! আপনি ওকথা আর বল্‌বেন না?

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়খেমটা।

ধরি পায়, আর আমায়, বলোনা ওবচন।
তিনি বিনে, অন্য জনে, নাহি মম প্রয়জন।
মম মন চাতকিনী, হয়েছে তায় প্রেমাধিনী,
কেমনে বল অধিনী, হবে তাঁরে বিস্মরণ।

যাঁহারে সঁপেছি মন, সেই মম প্রিয়জন,
অন্য জনে প্রয়জন, নাহি জননি!
সেই মম রতি গতি, সেই প্রাণ প্রিয়-পতি,
সে পদে সঁপিয়ে মতি, লয়েছি তাঁর শরণ॥

মা! আমি বিনয় করে বল্‌ছি ও নিদারুণ কথা আর বল্‌বেন না?

দেবী। বৎসে সাবিত্রি তুমি ও প্রতিজ্ঞাটী পরিত্যাগ কর, আহা বৎসে তুমি নানা প্রকার মণি মুক্তাময় অত্যুন্নত অট্টালিকার মধ্যে রাজপর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধ-ফেন শয্যাতে শয়ন কর্‌তে, এখন সেই পনাচ্ছাদিত কুটির মধ্যে কুশ শয্যায় কিরূপে শয়ন কর্‌বে? বৎসে! তুমি চিরকাল ক্ষীরসরাদি আহার করে এখন সেই সকল কটুতিক্ত বনফল কি রূপে আহার কর্‌বে; বৎসে! অন্তঃপুরেথেকে সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হয় না এখন সেই গহন কাননে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু দেখে কি রূপে বাস কর্‌বে।

রাগিণী সুরট খাম্বাজ। তাল আড়খেমটা।

ও কথা বলোনা আর প্রাণাধিকা নন্দিনি।
আমি সুখে রব তুমি হবে বন বাসিনী॥
তুমি মা রাজ কুমারি, হইবে রাজার নারী,
কোথা তপস্বির সনে, হতে যাও তপস্বিনী।

তুমি মা নয়ন তারা, তোমারে হইলে হারা,
কেঁদে কেঁদে হব সারা, দুখে দিন যামিনী ॥

সাবি। জননি! সে সকলই সত্য বটে কিন্তু সেই রাজ পুত্র আমার প্রাণের অপেক্ষাও অধিক, অতএব তাঁর জন্যে যদিও আমাকে নানা প্রকার কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হয়, তাও আমার শ্লাঘা।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

বিনয় করিয়ে কই ও কথা বলনা আর।
যাহারে সোঁপেছি মন সেই মম প্রাণাধার।
এক মাত্র মন ধন, করেছি তারে অর্পণ,
কেমনে অপর জনে, দান করি পুনর্ব্বার ॥

রাজা। দেখ বৎসে সাবিত্রি! যেমন রমণীর পতিসম ধন আর পৃথীবীতে কিছুই নাই, তেমনি বৈধব্য সমান যন্ত্রণা রমণীর আর কি আছে; তা তুমি আপনি জেনেও সেই অসহ্য বৈধব্য বেদনা সহ্য কর্‌তে কেন উদ্যত হয়েছ অতএব আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ কর্‌চি তুমি সত্যবানের সহিত বিবাহের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর।

সাবি। পিতঃ দেখুন আমি মনে২ সেই যুবাকে বরণ করেছি আর মন প্রাণ সকলই সমর্পণ করেছি, কিন্তু এখন যদি অন্য কোন যুবাকে বরণ করি তাহলে আ-

মাকে চিরকাল লোকে অসতী বল্‌বে আর ঘোর পাপে লিপ্তহতে হবে। অতএব জেনেশুনে পুত্র কন্যাকে পাপস্পর্শি করা পিতার কার্য্য নয়। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এই আমি আপনার চরণ ধরে বল্‌চি। (চরণ ধারণ)

রাজা। (কর ধারণ করিয়া উত্তোলন পূর্ব্বক নারদের প্রতি) দেবর্ষি সাবিত্রীকে অনেক প্রকার বুঝালেম কিন্তু কিছুতেই তো সে বোঝেনা।

নারদ। মহারাজ আপনার কন্যা যেরূপ সুলক্ষণা ও সচ্চরিত্রা, বোধ হয় এর অদৃষ্টে বৈধব্য যন্ত্রণা নাই। অতএব আপনি সেই সত্যবানের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিন্।

রাজা। যে আজ্ঞা তবে তাই হবে আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পুত্র আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সাবিত্রী কখনই দুঃখ পাবে না।

নার। মহারাজ! তবে আমি এক্ষণে বিদায় হলেম, আপনি শুভ বিবাহের সমুদায় উদ্যোগ করুন।

রাজা। যে আজ্ঞা ঋষিরাজ, প্রণাম।

নার। রাজ দম্পতীর জয়হউক।

(নারদের প্রস্থান।)

আশ্রম।

(রাণী সত্যবান ও সাবিত্রীর প্রবেশ।)

রাণী। (স্বগত) হায় আমি কি হতভাগিনী এমন স্বর্ণ প্রতিমা পুত্রবধূ দেখে আহ্লাদ হওয়া দূরে থাকুক, ঘোরতর দুঃখউপস্থিত হলো। আহা! এ রূপ কোমলাঙ্গী কুশাসনে কিরূপে শয়ন কর্‌বে। যদি আমাদের রাজ্য সম্পদ থাক্‌ত তা হলে আজ কি আহ্লাদের বিষয়।

সত্য। জননি! আমি বন মধ্যে ফল আহরণের নিমিত্ত চল্যেম আপনি অনুমতি করুন।

রাণী। বৎস সত্যবান! রাজ্য সম্পদ সকল গেছে তুমি মাত্র অন্ধের যষ্টি আছ, তা বৎস আমাদের প্রতি বিধাতা বিরূপ; বিপদ অনাশেই হতে পারে; অতএব এত অপরাহ্নে আর বনে জেওনা।

সত্য। জননি। আপনার কিছু মাত্র চিন্তা নাই, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমি শীঘ্রই ফিরে আস্‌বো।

রাণী। বৎস যদি একান্তই যাবে তবে দেখো সেই গহন কাননে অতি সাবধানে যেও সেখানে কেবল হিংস্র জন্তু সকল পালে২ বেড়াচ্চে।

সত্য। যে আজ্ঞা জননি তবে চল্লেম।

সাবি। (স্বগত) দেবর্ষি নারদ যা বলেছিলেন আজ বুঝি তা যথার্থই হলো আমি সেই দিন থেকে গণনা করে দেখ্‌লেম, যে আজ ঠিক এক বৎসর পূর্ণ

হয়েছে,তা সেই বনেতেই হয়তো নাথের প্রাণ নষ্ট হবে (চিন্তা করিয়া) কাল চতুর্দ্দশীর দিন যে এত লক্ষ্মী নারায়ণের আরাধনা কর্‌লেম তাকি সকলি বৃথা হবে ?না তা কখনই হবেনা। সে যাহক্ নিশ্চিন্ত থাকা হবে না আমি নাথের সঙ্গে যাই। (পশ্চাৎ গমন)

সত্য। (পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া) প্রিয়ে তুমি কোথায় যাও?

সাবি। নাথ মণি হারা হয়ে কি কখন ফণী থাক্‌তে পারে? তা আপনি যেখানে যাচ্চেন আমিও সেইখানে যাব।

সত্য। প্রিয়ে। আর কোন দিনতো আমার সঙ্গে যেতে চাওনা আজ এতো ব্যগ্র হয়ে আমার সহিত কেন আস্‌চো;

সাবি। নাথ আজ আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছে আর সর্ব্বদাই আপনার অমঙ্গল মনে হচ্চে।

সত্য। প্রিয়ে। তোমার কিছু চিন্তা নাই আমি নির্ব্বিঘ্নে অতি শীঘ্রই ফিরে আস্‌বো।

সাবি। নাথ আমায় লয়ে চলুন।

সত্য। প্রিয়ে সে অতি কুৎসিৎ স্থান পথ সকল কণ্টকাবৃত তা সেখানে তুমি যেতে পার্‌বে না।

সাবি। নাথ যদি আপনার সহ্য হয় তা আমি আপনার দাসী,আমার শরীরে সহ্য হবে তা আর অসম্ভব কি?

সত্য। প্রিয়ে বেলা অবসান হলো আমি আর দাঁড়াতে পারিনে তা যদি একান্তই যাও তবে এসো।

সাবি। যে আজ্ঞা নাথ চলুন।

(উভয়ের গমন)

সাবি। (স্বগত) এই গহন কাননে এসে আমার মন এতো ব্যাকুল হচ্ছে কেন? আর সর্ব্বদাই যেন প্রাণেশ্বরের প্রাণ বিয়োগ শঙ্কা মনে উদয় হচ্চে। হায়! আজবুঝি মুনি বাক্য সত্য হলো নতুবা মন অকস্মাৎ এমন কেন হলো।

সত্য। প্রিয়ে! এই ফল নাও আমি কাষ্ট আহরণের নিমিত্ত গাছে উঠি। (বৃক্ষে আরোহন করিয়া সহসা) প্রিয়ে আমাকে ধর অকস্মাৎ আমার শিরঃ-পীড়া উপস্থিত হলো কেন? প্রিয়ে আমি আর বাঁচিনে আমায় যেন সহস্র কাল সর্পে দংশন কর্‌ছে। (বৃক্ষ হতে পতন।)

সাবি। (ধারন পূর্ব্বক) নাথ কি হয়েছে এত কাতর হচ্ছেন কেন? এখনি আরাম হবেন আপনি এই আমার ক্রোড়েমস্তক রেখে ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন (ক্রোড়েমস্তক স্থাপনও সত্যবানকে অচেতন দেখিয়া) হায়! আর যে নাথের শরীর স্পন্দন হয়না কৈ নি-শ্বাস ও যে পড়ে না আর সর্ব্ব শরীর যেন ধুসর বর্ণ হয়ে গেছে, হা নাথ! কোথায় গেলে হে প্রাণে-শ্বর! এই চরণ সেবিকা দাসীকে কি দোষে পরিত্যাগ

কর্‌লে হে জীবিত নাথ! এখন এই হতভাগিনী সাবিত্রী কোথায় যাবে আর কে আমাকে আদর পূর্ব্বক প্রিয়ে বলে সম্বোধন কর্‌বে?

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

প্রাণনাথের প্রাণ চুরি দেহ হতে কে করিল।
এমন কঠিন জন না জানি কোন দেশে ছিল॥
আহা মরি হায় হায়, খেদে বুক ফেটে যায়,
মম হৃদয়ের চাঁদে রাহু রূপে কে গ্রাসিল॥

হা! নির্দ্দয় বিধি! এই বিধিইকি তোর সুবিধি হলো। হা! নৃশংশ রাক্ষস শমন! তোর কালাকাল কিছুই বিবেচনা নাই, অকালে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র গ্রাস করে জগত একেবারে অন্ধকার করে ফেল্‌লি। হা জীবিত নাথ! এ প্রেমাধিনী দাসীকে পরিত্যাগ করে কোথা গেলে? নাথ! তোমার উত্তার নয়ন দেখে জগত শূন্যময় শরীর ভারময় বোধ হচ্ছে। রে কঠিন প্রাণ! জীবিত নাথের এরূপ অবস্থা দেখে তুই এখনো দেহে আছিস? এ পাপ দেহ পরিত্যাগ করে গেলিনে? হায়! হায়। আমার হৃদয় কি কঠিন এখনো শতধা বিদীর্ণ হচ্ছে না! হে জীবিত নাথ! তোমার মুখশশী মলিন দেখে আমার মানস কুমুদিনী, এককালে মুদিত হয়ে রইল। প্রফুল্ল মুখে

দাসীকে একবার দাসীবলে সম্বোধন কর, শুনে আমার মানস-কুমুদিনী প্রফুল্ল হক। হা পিতা মাতা! তোমরা এ সময় কোথা রইলে? তোমাদের প্রাণাধিকা নন্দিনীর দুর্দ্দশা একবার দেখে যাও। আমি পতি বিয়োগ বেদনায় যুথ বিরহিত কুররীর ন্যায় গহন বনে অবিরত রোদন করছি। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি যথার্থ মুনি বাক্য ফলিত হলো? (বক্ষে করাঘাত করিয়া) উঃ বিধাতাকি আমার বক্ষ পাষাণ দিয়ে নির্ম্মাণ করেছেন? নতুবা এখনো কেন বিদীর্ণ হচ্ছে না? হায়! হায়! আমি আশ্রমে গমন করলে দেবী যখন জিজ্ঞাসা করবেন যে বৎসে, আমার সত্যবান কোথা তখন আমি কি বল্‌ব? (রোদন)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

তবে কি কারণে নিরবে রহিলে।
দেখিতে দেখিতে কেন নয়ন মুদিলে॥
প্রেম ভরে গুণ রাশি, শ্রীমুখে মধুর হাসি,
আমারে প্রেয়সী বলি, এই যে ডাকিলে॥

(ধর্ম্ম রাজের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। (স্বগত) আহা! সাবিত্রীর আজ কি মনোমোহিনী শোভাই হয়েছে। যেন সাক্ষাৎ রতি দেবী মকর-কেতনকে ক্রোড়ে করে বসে রয়েছেন। হা নির্দ্দয় বিধি! এত অল্প বয়েসে এমন পতি প্রাণা কামিনীর অদৃষ্টে বৈধব্য যন্ত্রণা লিখে ছিলে? আমি যে এত নির্দ্দয় তথাচ বৎসে সাবিত্রীর বিরষ বদন ও সজল নয়ন দেখে আমার হৃদয়ে যৎপরনাস্তি করুণারসের উদয় হচ্ছে। হা জগদীশ্বর তুমি যদি আমাকে এ কর্ম্মের ভার না দিতে তা হলে বড় ভাল হত। আমি কেমন করে ওই সরল হৃদয়া পতি প্রাণা কামিনীর ক্রোড় হতে, ওঁর প্রিয়তম প্রাণনাথের প্রাণধন হরণ কর্‌ব? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) যাই! আর ভাবলেইবা কি হবে, যে কর্ম্মে প্রবত্ত হয়েছি, তা তো কর্‌তেই হবে। (সাবিত্রীর নিকটে গমন)

সাবি। (সহসা ধর্ম্ম রাজকে দেখিয়া সচকিতে স্বগত) এ কে উঃ কি গম্ভীর প্রকৃতি, যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ বলে প্রিতীয়মান হচ্ছে। তা যিনিই কেন হন্‌না, আমি কেন জিজ্ঞাসা করিনা এত ভয়ইবা কি? এই

গহণ বনে, গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনি কে গা? যথার্থ বলুন, আমি অতিশয় ভয় পেয়েছি।

ধর্ম্ম। বৎসে সাবিত্রি! তুমি ভীত হইও না আমি ধর্ম্মরাজ।

সাবি। (সবিনয়ে) আপনি ধর্ম্মরাজ, প্রণাম করি (প্রণাম।)

ধর্ম্ম। বৎসে তোমার মঙ্গল হোক।

সাবি। মহাশয়! এ গভীর রজনী যোগে আপনি এ অরণ্যে কি জন্যে এসেছেন?

ধর্ম্ম। কল্যাণি! আজ তোমার প্রিয়তম পতির অন্তকাল উপস্থিত হয়েছে। আমি তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি।

সাবি। ভগবন! আমি পূর্ব্বাপর শুনেছি যে আপনার দূতেরাই এ কর্ম্ম সম্পন্ন করে থাকে, তবে আপনি কি জন্য এসেছেন?

ধর্ম্ম। বৎসে! তোমার প্রিয়পতি পরম ধার্ম্মিক ও গুণময়, দূতের দ্বারা নিয়ে গেলে তাঁর নিতান্ত অবমাননা করা হয়, এজন্যে আমি স্বয়ং এসেছি।

সাবি। ভগবন! তবে আজ আমি চরিতার্থ হলেম।

ধর্ম্ম। বৎসে! তোমার সুশিলতায় আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম। তবে তোমার মৃত পতিকে পরিত্যাগ কর আমি ওকে নিয়ে যোগ্যধামে গমন করি। আর জান তো যে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ বিধাতার লিখন, খণ্ডন করে কার সাধ্য।

সাবি। ভগবন! তবে এই নিন্। (সত্যবানের মৃত দেহ ভূমিতলে রক্ষণ।)

ধর্ম্ম। (সত্যবানের মৃতদেহ লইয়া গমন ও সাবিত্রীকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগত দেখিয়া) ভদ্রে! তবে তুমি আর আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কি জন্যে আসছ? গৃহে গমন কর। পূর্ব্বেইতো বলেছি যে বিধাতার লিপি খণ্ডন করা যায় না।

সাবি। ধর্ম্মরাজ আমি জানি যে মনুষ্যের মৃত্যু হলে আর তাকে বাঁচাবার উপায় নাই, যখন মনুষ্যের জন্ম হয় তখনি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর সময় নিরূপণ হয়ে থাকে। তথাপি আমি যে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করছি সে পতির নিমিত্ত নয় আর তার নিমিত্ত শোকও করি না, কিন্তু দেখুন স্বর্গবাস করতে পেলে কি কেউ নরলোকে অবস্থিতি করতে চায়? অতএব আমি এরূপ সাধু সঙ্গ পরিত্যাগ করে আবার সেই সংসারের মায়া জালে বদ্ধ হতে ইচ্ছা করি না। কারণ শাস্ত্রেতে বলে যে মায়ার সমান পাপ নাই অতএব আমি আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করে সেই পাপ পূর্ণ সংসারে আর কখনই ফিরে যাব না।

ধর্ম্ম। সাবিত্রি! তোমার এই ধর্ম্ম সংযুক্ত সুমধুর কথা শুনে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি অতএব তুমি তোমার পতির জীবন ভিন্ন যে বর প্রার্থনা করবে আমি তাই দেবো।

সাবি। ধর্ম্মরাজ! যদি কৃপাকরে এই অভাগিনীর প্রতি

সন্তুষ্ট হয়েছেন তা হলে আমি এই বর চাই যে আমার পিতা নিঃসন্তান অতএব তাঁর যেন এক শত পুত্র হয়।

ধর্ম্ম। সাবিত্রি! আমি সেই বর তোমায় দিলেম অতএব তুমি এখন গৃহে যাও।

সাবি। ধর্ম্মরাজ! কেহই কারু নয় পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, পতি, পুত্র, সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম ফল ভোগ করে থাকে। অতএব আমার পতি যে রূপ কার্য্য করেছেন সেই রূপ ফল ভোগ করবেন।

ধর্ম্ম। সাবিত্রি! তোমার এই অমৃতময় বাক্য শুনে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেম অতএব পুনর্ব্বার পতির জীবন ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর

সাবি। ধর্ম্মরাজ! যদ্যপি এই অধিনীর প্রতি এতই সন্তুষ্ট হলেন, তবে আমার শ্বশুর শাশুড়ি অন্ধ, অতএব তাঁরা যেন দিব্য চক্ষু পান।

ধর্ম্ম। তথাস্তু, তাই হবে। অতএব সাবিত্রি! তুমি এখন গৃহে যাও, আর আমার সঙ্গে আসবার ফল কি?

সাবি। ধর্ম্মরাজ! আপনার সঙ্গ ত্যাগ করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না। কারণ মনুষ্যদের নিয়ত সাধু সঙ্গে থাকাই উচিত। আপনি হচ্ছেন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ অতএব আপনকার সঙ্গে গমন করতে আমাকে নিষেধ করবেন না? আমি অবশ্যই আপনকার সহিত গমন করবো।

ধর্ম্ম। বৎসে! আমি অত্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হলেম অতএব এক্ষণে সত্যবানের জীবন ব্যতীত অন্যবর প্রার্থনা কর।

সাবি। ধর্ম্মরাজ! যদি এই চিরদুঃখিনীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে

থাকেন তবে আমার শ্বশুর অনেক দিনাবধি রাজ্যচ্যুত হয়েছেন অতএব তিনি যেন পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হন।

ধর্ম্ম। তথাস্তু, তাই হবে। অতএব সাবিত্রি! এখন তুমি আর আমার সহিত আগমন করোনা তুমি রাজ কন্যা, অবিলম্বে গৃহে গিয়ে সুখভোগ কর।

সাবি। ধর্ম্মরাজ! সাধু সঙ্গ ভিন্ন আর কি সুখ আছে? ধর্ম্ম ব্যতীত আর ঐ অবনীতে কি রত্ন আছে? অতএব আমি এরূপ অতুল সুখ এবং ধর্ম্ম রূপ মহারত্ন পরিত্যাগ করে আর পাপ সংসারে কখনই যাবো না।

ধর্ম্ম। সাবিত্রি! তুমি অত্যন্ত সুশীলা ও তোমার বাক্য সকল অতি সুমধুর অতএব এখন তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে যে বর চাইবে তাই পাবে।

সাবি। ধর্ম্মরাজ! যদি এই পাপিয়সী সাবিত্রির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে অনুগ্রহ করে এই বর দেন, যেন আমারি গর্ব্ভে সত্যবানের ও'রসে একশত পুত্র হয়।

ধর্ম্ম। তথাস্তু, সাবিত্রি! তবে তুমি গৃহে যাও আর আমার সহিত আগমন করো না? দেখ সংসারে এইরূপ ব্যাপার চিরকাল হয়ে আসচে, অতএব দৈব বিষয়ে খেদ করা কোন মতেই বিধেয় নয়।

সাবি। ধর্ম্মরাজ! আমি তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা করি না তবে আমার এই চিন্তা যে আপনি আমার পতিকে লয়ে চল্লেন তবে আমার গর্ব্ভে তাঁহার ও'রসে পুত্র কি রূপে হবে?

ধর্ম্ম। (স্বগত) তাইতো, আমি কি কুকর্ম্ম কল্যেন, আমি একেবারে চৈতন্য শূন্য হয়ে বিধবা নারীকে পুত্র বর দিলেম? তা আর ভাবলেই বা কি হবে এখন সত্যবানকে লয়ে যাওয়া হলো না (প্রকাশে) সাবিত্র! তুমিই যথার্থ পতি প্রাণা, তোমার পতিব্রতা গৌরবে আজ এ জগত পরিপূর্ণ হলো। তুমিই ধন্যা আর তোমাকে যিনি গর্ব্ভে ধারণ করেছিল সেই রত্নাগর্ব্ভাকে শত শত ধন্যবাদ করি। আজ কৌশল ক্রমে তোমার মৃতপতির প্রাণ দান করে এক অলৌকিক কীর্ত্তি স্থাপন করলে; বৎসে! এই নাও তোমার পতিকে নাও আমি এখন চল্লেম।

সাবি। (সবিনয়ে) ধর্ম্মরাজ! আমার যশোগৌরবেতো নয়, আপনার অপার দয়ার গৌরবে জগত পূর্ণ হলো। ভগবণ! প্রিয়পতির জীবন দান দিয়ে যে কি, অপার দয়ার কার্য্য করলেন তার আর আমি কি বলবো। এক জনের প্রাণ দান দেওয়াতে পাঁচ জনের প্রাণ বাঁচান হলো। যাহোক লোকে যে "নির্দ্দয়" যম বলে থাকে আপনার এই প্রবাদটী, আমি আজ অবধি এককালে বিস্মৃত হলেম।

ধর্ম্ম। বৎসে! তবে এখন আমি সঞ্জিবনি পুরে চল্লেম, তোমার পতিকে নিয়ে অনন্তকাল অবিচ্ছেদে সুখভোগ কর গে। (সাবিত্রীর উপবেশন সত্যবানকে সাবিত্রীর ক্রোড়ে রাখিয়া ধর্ম্মরাজের প্রস্থান।

সাবি। (পতি ক্রোড়ে করিয়া)

রাগিনী যোগিয়া। তাল আড়াঠেকা।

আজি কি সুখের দিন উদয় হল আমার।
প্রাণপতি প্রাণদান পাইলেন পুনর্ব্বার॥
প্রতিকুল জলধরে, ঢাকি কান্ত শশধরে,
দিয়েছিল দুঃখিনীর, মনে যাতনা অপার॥
পবন সদয় হয়ে, উড়াইয়ে মেঘচয়ে,
মুক্ত করিলেন নাথে, বরষিয়ে কৃপাবার॥

সত্য। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) এই যে রজনী প্রভাত হয়েছে। প্রিয়ে! আমরা কি সারা নিশি এই কাননেই ছিলেম?

সাবি। হঁা নাথ!

সত্য। কি সর্ব্বনাশ! ভাল প্রিয়ে! আমি যদি এতই নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেম, তবে তুমি আমাকে জাগরিত করনি কেন!

সাবি। নাথ! আমি তোমার চিরদাসী, তা দাসী কি প্রভুর অনভিমত কার্য্য কর্‌তে পারে?

সত্য। না না প্রিয়ে! তুমি এ ভাল কর্ম্ম কর নাই। এই গহন কানন, যদি কোন হিংস্রজন্তুতে আমাদের নষ্ট করত?

সাবি। নাথ! যে হিংস্রক আপনার অমূল্য জীবন ধন নষ্ট করেছিল, তার অপেক্ষা হিংস্রক এ জগতে আর কেউ নাই। (রোদন)

সত্য। কেন কেন রোদন কর কেন ব্যাপারটাই কি বলনা?

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর কি বলব নাথ! সেই আপনার শিরপীড়া হওয়াতেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হলো। (রোদন)

সত্য। আঃ কাঁদই কেন বলনা তার পর কি হয়ে ছিলো?

সাবি। নাথ! সেই যাতনাতেই আপনার প্রাণ বিয়োগ হয়।

সত্য। কি আশ্চর্য্য আমার প্রাণ বিয়োগ হয়েছিলো, তার পর?

সাবি। তার পর ধর্ম্মরাজ আপনাকে নিতে এলেন, আমি তৎক্ষনাৎ তাঁকে আপনার মৃতদেহ সমর্পণ করলেম।

সত্য। তার পর ধর্ম্মরাজ কি করলেন, আর তুমিই বা কি করলে?

সাবি। ধর্ম্মরাজ আপনার মৃত দেহ নিয়ে দক্ষিনদিকে চল্লেন, দেখে আমিও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্লেম। তখন ধর্ম্মরাজ আমাকে দেখে বল্লেন বৎসে! তুমি আর কি জন্যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছ। তখন আমি নানা প্রকার বিনয় ও স্তব স্তুতি করতে লাগলেম। তাতেই ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে চারটি বর দিয়েছেন।

সত্য। কি বর দিলেন?

সাবি। নাথ! প্রথম বরে, পিতার শতপুত্র, দ্বিতীয় বরে শশুর শাশুড়ির নয়ন আরোগ্য, তৃতীয় বরে শশুরের পুন রাজ্য প্রাপ্তি। (অধবদন)

সত্য। কেন কেন প্রিয়ে! অধবদন হলে যে? কৈ আর একটি বরের কথা বলছো না যে?

সাবি। নাথ! আপনার নিকটে বলতে লজ্জা হচ্ছে।

সত্য। প্রিয়ে এমন কি কথা আছে যে পতির নিকটে বলতে পারা যায় না? তা তুমি বল লজ্জা কি!

সাবি। নাথ! চতুর্থ বরে আপনার ও রসে আর আমার গর্ব্ভে একশত সন্তান। (অধোবদন) নাথ! আজ প্রভাতে যে আপনার চন্দ্রবদন দেখব তা আর মনে ছিল না।

সত্য। সাধু সাধু প্রিয়ে! আজ তোমা হতে সূর্য্যবংশ সমুজ্জল হলো।

রাগিনী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

পতিপ্রাণা গুণবতী রমণী যাহার।
স্বর্গ সুখ তার কাছে তুচ্ছ অনিবার॥
নিরমল প্রেমধন, সদাতোষে প্রাণমন,
সে ধন বিহনে প্রিয়ে বল্য কিবা আছে আর।

তা প্রিয়ে! চল এখন আশ্রমে যাওয়া যাক। আমাদের বিচ্ছেদে জনক জননী না জানি কি করছেন।

সাবি। যে আজ্ঞা নাথ! চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

সম্পূর্ণ।

S. XII. Ben.

1. ROWE (Nicholas)
[Anutāpinī nava-kāmini. Bengali tragedy...being a translation of Rowe's 'The Fair Penitent' by Syāmā-charaṇ Dāsa Datta.]

2. SAKALI ALĪKA, pseud.
[Golāpa-nāṭaka. Bengali play.]

3. GURU-PRASANNA VANDYOPĀDHYĀYA.
[Baū haoyā eki dāya, ganja-nāya prāṇa jāya. Bengali play.]

4. KUMĀRA.
[Kumāra-kāminī. Bengali play.]

5. PRĀṆA-NĀTHA DATTA.
[Praṇeṣvara-nāṭaka. Drama.]

6. NARENDRA-NĀTHA CHAUDHURĪ.
[Chālni balen sūnch tumi nāki chhyāndā. Comedy.]

7. HARIṢCHANDRA MITRA.
[Jayad-ratha-nāṭaka. Drama.]

8. TIN-KAṚI GHOSHĀL.
Shabetree-Shuttoban geetabheenoy. [Bengali drama.]